দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10/9/78 ... ...
পৃষ্ঠা ... .. 5 কলাম 4 ... ...

প্রকৌশল বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার নম্বর

সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে এ প্রসঙ্গে আমরা চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের (১ম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনীয়ারিং) বিজ্ঞপ্তিটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এ বিজ্ঞপ্তিটি আমাদের যুগপৎ বিস্মিত এবং ব্যথিত করেছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পদার্থবিদ্যা রসায়ন ও গণিত এই তিনটি বিষয়ে নির্ধারিত নম্বরের শতকরা ৫০ নম্বর (কিন্তু যারা ১৯৭৭ বা তৎপূর্বে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে তাদের জন্যে শতকরা ৫৫ নম্বর) থাকতে হবে। আমরা যারা ১৯৭৬ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেছি। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দুই ব্যাচ একত্রিত হওয়ায় অস্বাভাবিক চাপ ও তীব্র প্রতিযোগিতার দরুন তাদের অনেকেই উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমাদের সময় পাশের হার অত্যন্ত কম ছিলো তদুপরি ডিভিশন লাভ করলেও কারো ভালো নম্বর উঠেনি। সুতরাং আমরা যারা প্রকৌশল শিক্ষালাভে একান্ত আগ্রহী ছিলাম নম্বর কম থাকায় তাঁদের জন্যে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার পূর্বে রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গত সেশনে আমরা চট্টগ্রামসহ দেশের অন্য দুইটি

জনমত

প্রকৌশল এবারের ঘোষণা অনুযায়ী উক্ত মহাবিদ্যালয়গুলিতে আমাদের আবেদনপত্র আগ্রাহ্য হবে। আমরা বুঝতে পারছিনা কেন এই বৈষম্য সৃষ্টি করা হলো।

সে যাই হোক আমরা দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের এবারো যাতে অন্ততঃ ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করতে পারি তার উপায় হিসাবে সবার জন্যেই প্রয়োজনীয় নম্বর শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) নির্ধারণ করে শীঘ্রই তা পুনরায় ঘোষণা করা হোক।

বিষয়টি সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করার জন্যে আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—মোঃ আনিসুর রহমান ও মোঃ